২.৬ অনুবিভাগ-৬: (সমন্বয় ও নরডিক)

বৈদেশিক অর্থ আহরণ তথা বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংস্থা থেকে অনুদান, ঋণ মঞ্জুরি, খাদ্য সাহায্য, প্রকল্প সাহায্য ও কারিগরি সহায়তা ইত্যাদি সংগ্রহের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) সমন্বয় ও নরডিক অনুবিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ অনুবিভাগের অধীন সমন্বয় অধিশাখার মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে বৈদেশিক অর্থ সংগ্রহের কাজ শুরু হয়। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থা তাদের প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্পে বৈদেশিক সহায়তা সংগ্রহের জন্য প্রকল্পের প্রাথমিক উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (পিডিপিপি) অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রেরণ করে। প্রস্তাবিত পিডিপিপির বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের নীতিগত অনুমোদন প্রাপ্তির পর সমন্বয় অধিশাখা তা বৈদেশিক সহায়তা অনুসন্ধান কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে ইআরডি'র সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ/অধিশাখায় প্রেরণপূর্বক প্রস্তাবিত বৈদেশিক সাহায্য সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করে। উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংস্থা বৈদেশিক অর্থ সহায়তা দিতে সম্মত হলে সমন্বয় অধিশাখা তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থাকে জানিয়ে দেয়।

রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অনুষ্ঠিত সকল গুরুত্বপূর্ণ সভাসমূহে সমন্বয় অধিশাখা হতে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি সংক্রান্ত সভা, একনেক সভা, সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভা, মন্ত্রিপরিষদ সভা, সচিব কমিটির সভা, অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভার তথ্যাদি এ অনুবিভাগ হতে প্রদান ও সমন্বয় করা হয়। এ ছাড়া ইআরডি'র মাসিক/বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি, নীতিমালা প্রণয়ন এবং সমন্বয় ও নরডিক অনুবিভাগের সমন্বয় সভা অনুষ্ঠান এ অনুবিভাগের অন্যতম দায়িত্ব। সমন্বয় অনুবিভাগ ইআরডি'র বিভিন্ন অধিশাখা এবং শাখার অনিষ্পন্ন কাজের তালিকা, এ বিভাগের বিভিন্ন কর্মকর্তা কর্তৃক অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের সভায় যোগদান সম্পর্কিত প্রতিবেদন এবং এ বিভাগের কর্মকর্তা কর্তৃক বৈদেশিক সহায়তায় পরিচালিত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন প্রতিবেদন সংকলন করে মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করে থাকে। মাসিক সমন্বয় সভায় এসব প্রতিবেদন বিচার বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেয়া হয়। এর ফলে এ বিভাগের কাজকর্ম যেমন ত্বরান্বিত হচ্ছে তেমনি বৈদেশিক সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও বৈদেশিক সহায়তার সর্বোচ্চ কার্যকর ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

সমন্বয় অনুবিভাগ হতে বর্ণিত প্রশাসনিক কার্যাবলীর পাশাপাশি বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP), আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ) এবং নরডিক সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম নির্বাহ হয়।

২.৬.১ বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP) সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমঃ

গ্রাম ও শহর এলাকার দরিদ্র এবং খাদ্য নিরাপত্তাহীন জনগোষ্ঠীর দীর্ঘমেয়াদী খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP) ১৯৭৪ সাল হতে বাংলাদেশে কাজ করে যাচ্ছে। এ সংস্থার সহায়তায় গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয় যার চুক্তি স্বাক্ষর এবং বিভিন্ন পর্যায়ের সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ।

গত ০৫ জানুয়ারি ২০১১ তারিখে WFP'র সাথে স্বাক্ষরিত Country Programme Action Plan (2012-2016)-এর আওতায় মোট ৩৬৭,৩১০,৪৮৬৫ মার্কিন ডলারের বাজেটে ০৪টি কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন আছে। কর্মসূচিসমূহ হচ্ছেঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন Improving Maternal and Child Nutrition; প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণয়ালয়াধীন School Feeding কর্মসূচি; স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন বিভাগ এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন Enhansing Resilience এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণয়ালয় এর সাথে যৌথভাবে বাস্তবায়নাধীন Safety Nets কর্মসূচি।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে উল্লিখিত ৪টি কর্মসূচির মাধ্যমে **২০ লক্ষ উপকারভোগী** জনগোষ্ঠীর জন্য WFP কর্তৃক মোট **৬৫ মিলিয়ন মার্কিন** ডলার এর বাজেট ব্যবহার করা হয়েছে।

মিয়ানমার হতে আগত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মধ্যে রেজিস্টার্ড প্রায় ৩৩,০০০ জন শরণার্থীকে WFP এর অর্থায়নে খাদ্য সহায়তা প্রদানের জন্য Protracted Relief and Recovery Operation (PRRO) চলমান আছে। এ বিষয়ে গত ০৬/০৮/২০১৪ তারিখে WFP এর সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের নতুন একটি LOU (Letter of Understanding) স্বাক্ষরিত হয়। ১ জুলাই ২০১৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন এই কর্মসূচিতে খাদ্য সহায়তা প্রদান বাবদ WFP

কর্তৃক মোট ৭,৭৭৫,৯৬৭ মার্কিন ডলার ব্যয় হবে। উল্লেখ্য, বর্তমান কর্মসূচির মাধ্যমে ভাউচার পদ্ধতিতে e-card এর মাধ্যমে শরণার্থীদের জন্য দৈনিক মাথাপিছু ২১০০ কিলো ক্যালরি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যে অর্থ বরাদ্দ থাকবে তার মাধ্যমে শরণার্থীরা WFP কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত Vendor এর নিকট হতে তাদের রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী খাদ্য সামগ্রী কিনতে পারবে।

WFP কর্তৃক বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন অন্যান্য ৪টি প্রকল্প এর জন্য ২০১৩-২০১৪ মেয়াদে আনুমানিক ৩০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

এছাড়াও WFP-এর অর্থায়নে পাইপ লাইনে থাকা অন্য দুটি প্রকল্প হচ্ছে-Achieving Food Security in the Chittagong Hill Tracts এবং Improving access to WATSAN Services and enhancing Food Securits and Nutrition in Cox's Bazaar District, Bangladesh.

ইফাদঃ

ইফাদ কৃষি খাতে সহজ শর্তে ঋণদানকারি আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসেবে ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। অদ্যাবধি প্রায় ৩০ টি প্রকল্পের জন্য বাংলাদেশ ইফাদ হতে আনুমানিক ৮০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সহায়তা লাভ করেছে। যা বাংলাদেশ সরকারের দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রমে ব্যয় করা হয়েছে। বর্তমানে ইফাদ সহায়তাপুষ্ট ৫টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

ইফাদ সংশ্লিষ্ট ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে সম্পাদি গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীঃ

আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ) এর অর্থায়নে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য (ইফাদ অংশ) ১৫.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় সম্বলিত Climate Adaptation and Livelihood Improvement Project (CALIP) এর Financing Agreement ০৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তারিখে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকায় সম্পন্ন হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব বেগম মাহমুদা বেগম এবং যোগাযোগের মাধ্যম পদ্ধতিতে ইফাদের প্রেসিডেন্ট কর্তৃক প্রকল্প চুক্তিটিতে স্বাক্ষর করেন। ঢাকায় প্রকল্পটি স্বাক্ষরকালে ইফাদের কান্ট্রি প্রোগ্রাম ম্যানেজার Mr. Hubert Boirard ও কান্ট্রি প্রোগ্রাম অফিসার Mr. Nicolas Syed ও বাংলাদেশ সরকারের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয় ও নরডিক) এর সভাপতিত্বে গত ০৩-০৪ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে "Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises Project (PACE) এর খসড়া Financing Agreement **এর** IFAD Financing Agreement **এর** Loan Negotiation অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকায় সম্পন্ন হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে আগামী ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখের মধ্যে প্রকল্পটির ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হবে।

ইফাদ সংশ্লিষ্ট সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ কার্যক্রম:

ইফাদের Independent Office of Evaluation Mission ১২ অক্টোবর হতে ০৭ নভেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত বাংলাদেশ সফর করছেন। উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক ইতোমধ্যে সম্পাদিত ও বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন ১০ (দশ)টি প্রকল্পের সার্বিক মূল্যায়ন করবেন। এই মূল্যায়ন কমিটির চূড়ান্ত প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে বাংলাদেশে Country Strategic Opportunities Programme (COSOP) নির্ধারিত হবে।

নরডিক অধিশাখা

নরডিক দেশগুলো হতে প্রাপ্ত উন্নয়ন সহায়তা বিষয়ক কার্যাবলী নরডিক অধিশাখা কর্তৃক সম্পাদিত হয়। নরডিক দেশগুলোর মধ্যে ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন ও ফিনল্যান্ড বাংলাদেশের প্রধান উন্নয়ন সহযোগী। এসকল দেশের সমন্বয়ে গঠিত নরডিক ডেভেলপমেন্ট ফান্ডও (এনডিএফ) অর্থায়নকারী হিসেবে বাংলাদেশকে উন্নয়ন সহায়তা প্রদান করে আসছে। নরডিক অধিশাখার অধীনে বর্তমানে মোট ১৪ টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। উক্ত সংস্থা/দেশসমূহের মধ্যে ডেনমার্ক সরকার বাংলাদেশের কৃষি, পানীয় জল সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন, জলবায়ু পরিবর্তন, মানবাধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি খাতে ঋণ/অনুদান সহায়তা প্রদান করে থাকে। সুইডেন সরকার মৌলিক শিক্ষা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক সুশাসন এবং নগরভিত্তিক পরিবেশ উন্নয়ন ইত্যাদি খাতে সহায়তা প্রদান করে আসছে। তাছাড়া এনডিএফ বিদ্যুৎ,

জলবায়ু পরিবর্তন ও উন্নয়ন খাতে সহায়তা প্রদান করতে আগ্রহী। নরওয়ে সরকার বিনিয়োগ ও বাণিজ্য, বিদ্যুৎ ও শক্তি, পরিবেশ, মানবাধিকার ও সুশাসন, শিক্ষা, বেসরকারি খাতের উন্নয়ন ইত্যাদি খাতে অতীতে সহায়তা প্রদান করেছে।

১। নরডিক অধিশাখা সংশ্লিষ্ট স্বাক্ষরিত চুক্তির তালিকাঃ

অর্থ-বছর ২০১৩১-৪

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং ডেনমার্ক সরকারের মধ্যে গত ২১ আগস্ট ২০১৩ তারিখে **"Climate Change Adaptation Pilot Project (CCAPP)"**-শীর্ষক একটি অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বর্ণিত চুক্তিতে মোট আর্থিক সংশ্লেষ **DKK** ১৫.০০ মিলিয়ন (ডেনিশ সহায়তার পরিমাণ **DKK** ১০.০০ মিলিয়ন এবং বাংলাদেশ সরকারের সহায়তার পরিমাণ **DKK** ০৫.০০ মিলিয়ন) যা প্রায় ২০.০০ কোটি টাকার সমপরিমাণ (বর্তমান মুদ্রা বিনিময় হার অনুযায়ী)। ০১ (এক) বছর মেয়াদী এ প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হলো-উপকূলীয় কৃষি অঞ্চলের ০৪ টি জেলার (পটুয়াখালি, বরগুনা, নোয়াখালী এবং লক্ষীপুর) অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রভাব মোকাবেলায় দক্ষতা অর্জন।

- বাংলাদেশ সরকার এবং সুইডেন সরকারের মধ্যে চলমান **"Agreement between the Kingdom of Sweden and the Government of the People's Republic of Bangladesh on Development Cooperation"** চুক্তিটি'র মেয়াদ ৩১/১২/২০১৪ পর্যন্ত বর্ধিতকরণ সংক্রান্ত একটি চুক্তি ২০ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়। ০১ বছর মেয়াদী (০১/০১/২০১৪ হতে ৩১/১২/২০১৪) এ চুক্তিতে প্রস্তাবিত অনুদান সহায়তার পরিমাণ **SEK** ২৩৫.০০ মিলিয়ন (**USD** ৩৫.৪২ মিলিয়ন যা বাংলাদেশী টাকায় ২৮০ কোটি টাকার সমপরিমাণ)। এ চুক্তির অধীনে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, মৌলিক শিক্ষা, মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক সুশাসন এবং নগরভিত্তিক পরিবেশ এসব খাতের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হবে।

অর্থ-বছর ২০১৪১-৫

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং সুইডেন সরকারের মধ্যে গত ০৭ জুলাই ২০১৪ তারিখে **"Personnel and Consultancy Fund"**-শীর্ষক একটি অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বর্ণিত চুক্তিতে মোট অনুদান সহায়তার পরিমাণ **SEK** ২.৫ মিলিয়ন, যা প্রায় ২.৯ কোটি টাকার সমান। চুক্তিটির মেয়াদ ০৩ (তিন) বছর (০১ এপ্রিল ২০১৪ হতে ৩১ মার্চ ২০১৭)। এ অর্থ **Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA)** কর্তৃক আয়োজিতব্য আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী সরকারি, আধাসরকারি এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের ভ্রমণ ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যয়িত হবে।

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং ডেনমার্ক সরকারের মধ্যে গত ১৮ আগস্ট ২০১৪ তারিখে **"Climate Change Adaptation and Mitigation Project (CCAMP)"**-শীর্ষক একটি অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বর্ণিত চুক্তিতে মোট আর্থিক সংশ্লেষ **DKK** ৮০.০০ মিলিয়ন যা প্রায় ১১২.০০ কোটি টাকার সমপরিমাণ। **DKK** ৮০.০০ মিলিয়নের মধ্যে ডেনমার্ক সরকার কর্তৃক প্রস্তাবিত অনুদান সহায়তার পরিমাণ **DKK** ৫০.০০ মিলিয়ন (**Adaptation**-এর জন্য বরাদ্দ **DKK** ৩০.০০ মিলিয়ন এবং **Mitigation**-এর জন্য বরাদ্দ **DKK** ২০.০০ মিলিয়ন) যা প্রায় ৭০.০০ কোটি টাকার সমপরিমাণ এবং বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নের পরিমাণ **DKK** ৩০.০০ মিলিয়ন (**Adaptation**-এর জন্য) যা প্রায় ৪২.০০ কোটি টাকার সমপরিমাণ। ০২ বছর (জুলাই/২০১৪ - জুন/২০১৬) মেয়াদী এ প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হলো- **Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP)**-এর সহায়তায় জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধক **(climate proofing)** প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষতির সম্মুখীন জনগোষ্ঠীর মানোন্নয়ন ও বেসরকারি খাতের ক্ষমতায়ন ও দক্ষতা উন্নয়ন এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং ডেনমার্ক সরকারের মধ্যে গত ২০ আগস্ট ২০১৪ তারিখে **"Supply and Installation of 33/11 KV Electrical Sub-Station for Sustainable Power Solution at Saidabad WTP Phase-II"**-শীর্ষক একটি পত্র স্বাক্ষরিত হয়। পত্রানুযায়ী মোট অনুদান সহায়তার পরিমাণ **Euro** ১.৭ মিলিয়ন যা প্রায় ১৬.৪১ কোটি টাকার সমপরিমাণ। প্রকল্পটির উদ্দ্যেশ্য হলো-পানি উৎপাদনের জন্য

গ্রীড থেকে প্লান্টে বিরতিহীন ব্যবহারযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতের লক্ষ্যে ইলেকট্রিক ভোল্টেজ লেভেলের মানোন্নয়ন।

চিত্রঃ বাংলাদেশ এবং ডেনমার্ক সরকারের মধ্যে **"Climate Change Adaptation and Mitigation Project (CCAMP)"**-শীর্ষক চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান (তারিখঃ ১৮/০৮/২০১৪)।

২। নরডিক অধিশাখা সংশ্লিষ্ট সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ কার্যক্রমঃ

- সুইডেন সরকারের সাথে **Development Cooperation** সংক্রান্ত ০৭ বছর মেয়াদী একটি চুক্তি স্বাক্ষরের সম্ভাবনা রয়েছে।

বাংলাদেশ এবং ডেনমার্ক সরকারের মধ্যে **"Saidabad Water Treatment Plant, Phase-III"**-শীর্ষক **USD** ২০০.০০ মিলিয়নের একটি চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে।

বিঃ দ্রঃ এ অনুবিভাগ (নরডিক) সংশ্লিষ্ট চলমান প্রকল্প/কর্মসূচির তালিকা পরিশিষ্ঠ-৪ এ দেওয়া হলো।